ঝিনাইদহে ইউনিয়ন পর্যায়ে গণটিকাদান কর্মসূচী শুরু

সারাদেশের ন্যায় ঝিনাইদহেও শুরু হয়েছে ইউনিয়ন পর্যায়ে গণটিকাদান কর্মসূচী। শনিবার সকালে সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়। এসময় বেলুন উড়িয়ে ও ফিতা কেটে এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান। পরে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম, সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহীন। পরে টিকাদান কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়। একই সময় সদর উপজেলার ঘোড়শাল ইউনিয়নে চলে টিকাদান কর্মসূচী। ইউনিয়নের নারিকেলবাড়িয়া জেড এ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩ টি বুথ স্থাপন করে বয়স্ক, নারীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টিকা প্রদাণ করা হয়। অপরদিকে শৈলকুপা উপজেলার ফুলহরি ইউনিয়ন পরিষদে টিকা নিতে সকাল থেকেই হাজির হয় নানা শ্রেণী পেশার মানুষ। স্বাস্থ্যবিধি মেনে সেখানে চলে গণটিকাদান কর্মসূচী। কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক ইয়ারুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কানিজ ফাতেমা লিজা, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা: রাশেদ আল মামুন ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) পার্থ প্রতিম শীল, স্বাস্থ্য বিভাগ জানায়, সারাদেশের ন্যায় ঝিনাইদহের ৬৭ টি ইউনিয়ন ও ৬ টি পৌরসভায় এ পরীক্ষামুলক ভাবে এ টিকাদান চলে। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত প্রতিটি ইউনিয়নের ১ টি কেন্দ্রে ৩ টি বুথে টিকা প্রদান করা হয়।

কোটচাঁদপুরে ইউনিয়ন পর্যায়ে গণটিকার উদ্বোধন

মুজিব বর্ষে স্বাস্থ্যখাত এগিয়ে যাবে অনেক ধাপ” এই প্রতিপাদ্য নিয়ে সারা দেশে কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে ইউনিয়ন পর্যায়ে শুরু হয়েছে গণটিকা। সেই ধারাবাহিকতায় ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার

ইউনিয়ন পর্যায়ে গণটিকার উদ্বোধন করা হয়েছে। শনিবার (৭ আগষ্ট) সকালে উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে কুশনা ইউনিয়নের তালশার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন, ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আ.লীগের সভাপতি শরিফুন্নেছা মিকি, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ দেলোয়ার হোসেন, উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী, থানার অফিসার ইনচার্জ মঈন উদ্দীন, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন ফারুক, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাদিয়া আক্তার পিংকি, উপজেলা আ.লীগের সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম খাঁন বাবলু, কুশনা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান, ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি আবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মোঃ রবিউল ইসলাম সহ আওয়ামীলীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও গণটিকা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এডিসি) মোঃ রাশিদুল ইসলাম। উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সূত্রমতে, উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন ও পৌরসভায় ৩৩’শ ডোজ গণটিকা প্রদান করা হবে।

কালীগঞ্জে ধরন্ত পেঁপে গাছের সঙ্গে শত্রুতা!

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার সিংদহ গ্রামে রাতের আঁধারে বর্গাচাষী মিজানুর রহমানের ধরন্ত পেঁপে গাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্বরা। এ সময় দুইটি পেঁপে বাগানের প্রায় ১৫টি ধরন্ত গাছ কেটে ফেলে রেখে যায় তারা।

শুক্রবার দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্থ বর্গাচাষী মিজানুর রহমান সিংদহ গ্রামর মত মতিয়ার বিশ্বাসের ছেলে। এ ঘটনায় কালীগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। খবর পেয়ে শনিবার পেঁপে ক্ষেত পরিদর্শন করেন ইউপি চেয়ারম্যান ইলিয়াস রহমান মিঠু, আওয়ামী লীগ

নেতা লিয়াকত আলী খান লিটন, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এমদাদ হোসেন,কৃষকলীগের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ সহ প্রমুখ।

ক্ষতিগ্রস্থ বর্গাচাষী মিজানুর রহমান জানান, তিনি জমি বর্গা নিয়ে দুইটি জমিতে পেঁপের ক্ষেত করেছেন। শনিবার সকালে ক্ষেতে গিয়ে দেখতে পান ধরন্ত পেঁপে গাছ পড়ে আছে। দুইটি বাগানের প্রায় ১৫টি ধরন্ত পেঁপে গাছসহ কলা কাটা হয়েছে। এত তার প্রায় ৮ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে।

১নং সুন্দরপুর-দুর্গাপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইলিয়াস রহমান মিঠু জানান, মহামারি করোনাকালে এমন জঘন্য কাজ মেনে নেওয়া যায় না। দ্রুতই এসব দুর্বৃত্তদের গ্রেফতার করে শাস্তির দাবি জানান তিনি।

কালীগঞ্জ থানার ওসি মুহা: মাহফুজুর রহমান মিয়া জানান, এ বিষয় একটি অভিযোগ পেয়েছি। অবশ্যই তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শৈলকুপায় কোভিট-১৯ গনটিকা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় কোভিট-১৯ গনটিকা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। শনিবার বেলা ১০টায় উপজেলার ১৫নং ফুলহরী ইউনিয়নের ফুলহরী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহ জেলার স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক ইয়ারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কানিজ ফাতেমা লিজা,উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরকিল্পনা কর্মকর্তা ডা: রাশেদ আল মামুন,সহকারী কমিশনার (ভ’মি) পার্থ প্রতিম শীল, উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা মাসুদ আহমেদ, ফুলহরী ইউ পি চেয়ারম্যান জামিনুর রহমান বিপুল সহ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তি বর্গ।উপজেলার ১৪টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার প্রতিটি কেন্দ্রে ৬০০ জনকে আজ এ টিকা প্রদান করা হবে বলে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরকিল্পনা কর্মকর্তা ডা: রাশেদ আল মামুন জানান। উল্লেখ্য প্রতিটি ইউনিয়ন ও পৌরসভায় ১টি করে কেন্দ্রে প্রাথমিক ভাবে এ টিকা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

ঝিনাইদহে ২৪ ঘন্টায় ৮ জনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৪৭

ঝিনাইদহে আবারো বেড়েছে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ও উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে ৮ জন। এছাড়াও নতুন করে জেলায় আক্রান্ত হয়েছে ৪৭ জন।
সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম জানান, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় করোনা পজেটিভ নিয়ে ৬ জন ও উপসর্গ নিয়ে ১ জন মারা গেছে। এছাড়াও শৈলকুপার ব্রহ্মপুর গ্রামের উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে আরও ১ জন। এ নিয়ে জেলায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাড়ালো ২২৩ জন।
সিভিল সার্জন আরও জানান, শুক্রবার সকালে ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া ল্যাব থেকে নতুন করে ১৮৩ জনের নমুনার ফলাফল এসেছে। এদের মধ্যে ৪৭ জনের করোনা পজেটিভ এসেছে। আক্রান্তের হার ২৫ দশমিক ৬৮ ভাগ। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়ালো ৮ হাজার ৯১ জন।

ঝিনাইদহ-২ আসনের এমপি’র রোগ মুক্তি কামনায় মসজিদে দোয়া

ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। বর্তমান তিনি ঢাকার নিজ বাড়িতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এমপি সমি সিদ্দিক নিজেই বৃহস্পতিবার বিকালে তার ফেসবুকে তথ্যটি শেয়ার করেন। তিনি উল্লেখ করেন “গত কয়েকদিন ধরে জ্বর অনুভুত হওয়ায় কোভিড পরীক্ষা করি। রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে। তারপর থেকে হোম আইসোলেশনে আছি এবং নিয়োমিত ডাক্তারের পরামর্শ

অনুযায়ী চলছি। তবে ভালো আছি ইনশাআল্লাহ, আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন”।
ঝিনাইদহ হরিণাকুণ্ডু মাটি মানুষের প্রাণ প্রিয় নেতার দ্রুত সুস্থতা কামনা করে শুক্রবার জুম্মাবাদ প্রতিটি মসজিদে মসজিদে দোয়া প্রার্থনা করা হয়েছে। সদস্যের প্রতিনিধি রওশন আলী তিনি জানিয়েছেন করোনা শুরু হওয়ার পর থেকে তিনি নিজের নির্বাচনী এলাকায় নিজ হাতে খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরণ করে যাচ্ছেন। ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল ও শিশু হাসপাতালে রোগ নির্নয় ও অপারেশনের জন্য উন্নত সরঞ্জাম দিয়েছেন। মুমুর্ষ রোগীদের জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডার, নোজেল ক্যানলা প্রদানসহ হাসপাতালের কার্যক্রম নিয়মিত তদারকী করে যাচ্ছেন। এমপি মহোদয় এর দ্রুত সুস্থতা কামনা করে তিনি ঝিনাইদহ বাসীর নিকট দোয়া চেয়েছেন।

কোটচাঁদপুরে বিএনপি’র করোনা হেল্প সেন্টারের উদ্বোধন

মহামারি করোনায় আক্রান্ত রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খোলেদা জিয়ার অনুপ্রেরণা এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশ ও সহযোগিতায় ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে করোনা হেল্প সেন্টারের উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র আয়োজনে স্থানীয় মেইন বাসষ্টান্ড উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি’র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সহ-সম্পাদক আমিরুজ্জামান খাঁন শিমুল। এসময় তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের সুচিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে এই করোনা হেল্প সেন্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসময় তিনি সংক্রমণ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সাধারণ মানুষের পাশে থাকার জন্য

দলের সকল নেতা-কর্মীদের অনুরোধ করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, পৌর বিএনপি’র সভাপতি সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল, সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, জেলা বিএনপির আহ্বয়ক কমিটির সদস্য আবুবকর বিশ্বাস, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা টিপু, সাবেক উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও এলাঙ্গী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি মোঃ ইকরামুল হক, সাবেক উপজেলা বিএনপি’র দপ্তর সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, বলুহর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আশরাফ আলী, উপজেলা যুবদল নেতা আশরাফুজ্জামান খাঁন মুকুল, প্রমূখ। অনুষ্ঠানে উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা- কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
হেল্প সেন্টারে হট লাইনের মাধ্যমে সকাল ১০টা থেকে বিকাল পর্যন্ত স্থানীয় কার্যালয়ে সেবা প্রদান ও কোভিড-১৯ টিকার রেজিষ্ট্রেশন করা হবে।

কালীগঞ্জে লাশের শিউরে দাঁড়ানো যেনো নিত্য রুটিন এমপি আনারের

ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনার। বর্তমানে তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ সরকারের নির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং উপজেলা আওয়ামীলীগের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক। ছাত্রজীবন থেকে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের আদর্শে নিয়ে রাজনীতিতে পা রাখেন।

স্থানীয় পৌর নির্বাচনে কমিশনার নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি ভোটের রাজনীতি শুরু করেন। পরবর্তীতে অনেক ভোটের ব্যবধানে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান এর দ্বায়িত্ব

পালন করেন। জাতীয় নির্বাচনগুলোতেও তিনি অনেক ভোটের ব্যবধানে প্রতিদ্ব›দ্বী প্রার্থীদের কে পরাজিত করেন ।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ঝিনাইদহ ৪ নির্বাচনী এলাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনেক নেতার জন্ম হয়েছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মেয়াদে তারাও ক্ষমতায় থেকে জনগণের সেবা করেছেন। আনোয়ারুল আজিম আনারও কমিশনার থেকে এমপি হয়ে ঝিনাইদহ-৪ নির্বাচনী এলাকার জনগণের সেবা করে যাচ্ছেন। সত্য, সুন্দর এবং সাধারণত্ব দিয়ে এম পি আনার নিজের জন্য স্বতন্ত্র একটি স্টাইল তৈরি করে চলছেন। তার অনেকগুলো ভালো কাজের একটি হলো, মৃত ব্যক্তির শেষকৃর্তি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা।

এলাকায় থাকাকালীন সময়ে যদি একই দিনে একাধিক ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ পান তাহলেও তিনি নিজে বাইক চালিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে মৃত ব্যক্তির ধর্ম অনুযায়ী শেষকৃত্য অনুষ্ঠান অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি শোকাহত পরিবারকে সমবেদনা জানান। দীর্ঘদিন ধরে তিনি এই কাজটি করে আসছেন।

কয়েক সহস্র শেষকৃর্তি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। ব্যতিক্রমী এই কাজটি কেবল ঝিনাইদহেই নয় অন্য কোনো নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্যকে করতে দেখা যায়নি। ঝিনাইদহ ৪ আসনের সাধারণ জনগণ এম পি আনারের ব্যাতিক্রমী এই কাজের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির দাবি জানায় সরকারের নিকট।

মোবারকগঞ্জ সুগার মিলস লিমিটেড এর ও এ পি গোলাম রসুল জানান, অভাবনীয় নেতৃত্ব গুণে গুণান্বিত ঝিনাইদহ ৪ আসনের সাংসদ আনোয়ারুল আজিম আনার। ব্যতিক্রমী কিছু কর্মকান্ডের মাধ্যমে তিনি তার নির্বাচনী এলাকায় জনগণের খুব কাছের মানুষের পরিণত হয়েছেন।

সামনে-পেছনে নেই কোন গাড়ির বহর, নেই কোনো পুলিশি পাহারা নিজ বাইকে চেপে নির্বাচনী এলাকার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটছেন প্রতিনিয়ত। সকাল সাতটা থেকে শুরু করে গভীর রাত অব্দি জনগণের সেবাই নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। নির্বাচনী এলাকায় যতগুলো মৃত্যুসংবাদ তার কানে পৌঁছায় তিনি প্রতিটি মৃত ব্যক্তির শিওরে হাজির হয়ে যান। তার দৈনন্দিন সকল কাজের মধ্যে এটি একটি অন্যতম কাজ হিসেবে তিনি তা প্রতিনিয়ত করে চলেছেন।

এ ব্যাপারে সাংসদ আনোয়ারুল আজীম আনার জানান, জনগণ আমাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে তাদের সেবা করার জন্য। আমি এখন জনগণের কাছে

দ্বায়বদ্ধ, আমি এখন তাদের সেবক। দেশনেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আমি করোনাকালেও জনগনের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি, এখনো আছি। আমি আমার নির্বাচনী এলাকার মানুষের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত আছি।

তিনি সূরা আম্বিয়ার ৩৫ নাম্বার আয়াত ‘প্রত্যেক প্রাণই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে । আমি তোমাদের ভালো ও খারাপ অবস্থা দিয়ে পরীক্ষা করি । আর আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে’- উল্লেখ করে বলেন, আমার এলাকার কোনো ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ পেয়ে যখন আমি সেখানে উপস্থিত হই তখন নিজেকে তাদের একজন বলে মনে হয়। তারাও আপনজন হিসেবে আমাকে গ্রহণ করে। অন্যরকম এক আবেগঘন মুহূর্তের সৃষ্টি হয় সেসময়, যা আমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করি।

ঝিনাইদহে ফসলী জমির পাশের ইটভাটা বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে ফসলী জমির পাশে গড়ে ওঠা অবৈধ ইটভাটা উচ্ছেদের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে। বুধবার সকালে সদর উপজেলার উত্তর কাস্টসাগরা গ্রামে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে গ্রামবাসী। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ওই গ্রামের ৩ শতাধিক নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ ও শিশুরা অংশ নেয়। এসময় বক্তব্য রাখেন ওই গ্রামের ইউপি সদস্য মিজানুর রহমান মিজু, আব্দুস সাত্তার শেখ, ইনছার মালিথা, সাইফুল ইসলাম, আশরাফুল ইসলাম, মনিরুল ইসলাম ও আলামিন। এসময় বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, উত্তর কাস্টসাগরা গ্রামের মহাসড়ক ও এলজিইডির সড়কের পাশে অবৈধভাবে ফাইভ স্টার নামের ইটভাটা স্থাপন করা হয়েছে। যে কারণে পাশের জমির ফসল নষ্ট হচ্ছে। দুষণ হচ্ছে পরিবেশ। ইটভাটা মালিক জাহাঙ্গীর আলম মুছা ভাটার পাশের রাস্তা দখল করেছে। গ্রামের শত শত কৃষক ওই রাস্তা দিয়ে মাঠে চাষাবাদ করতে যেত। কোন কারণে কৃষকের তার ইটভাটার উপর গেলে মারধর করে। সম্প্রতি ২ কৃষককে পিটিয়ে ও কুপিয়ে মারাত্বক যখম করেছে মুছা ও তার ভাটার শ্রমিকরা।

বক্তারা, দ্রæত ইটভাটা অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানান। এ দাবি মানা না হলে কঠোর কর্মসূচীর হুশিয়ারি প্রদাণ করেন তারা। এ ব্যাপারে ইটভাটা মালিক জাহাঙ্গীর আলম মুছা জানান, ঘটনার দিন উত্তর কাস্টসাগরা গ্রামের কবির ও তার ভাই সাইফুল পরিকল্পিত ভাবে আমার মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে। পরে আমার ইট ভাটার শ্রমিক ও ভাইয়েরা ঠেকাতে গিয়ে কবির ও তার ভাই সামান্য আহত হয়। তিনি বলেন ইট ভাটার মধ্য দিয়ে তাদের রাস্তা দিতে হবে। আমার লীজ নেওয়া জমির উপর দিয়ে আমি কেন রাস্তা দেব। তাছাড়া ভাটার এক পাশ দিয়ে তো রাস্তা আগেই দিয়েছি। কিন্তু তারা ইট ভাটার সব দিক থেকে রাস্তা নিতে চাই। এ নিয়ে একটি মহল মানববন্ধন ও নানা অপতৎপরতা চালাচ্ছে।

গড়াই নদীর ভাঙ্গন রোধে বাঁধ নির্মাণ করছে স্থানীয়রা

এখানে মিলে গেছে কবি গুরুর সেই গানের পংক্তি, ‘‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে’’। গড়াই নদীর অব্যাহত ভাঙ্গনে বদলে যাচ্ছে ঝিনাইদহের শৈলকুপার গড়াই নদী পাড়ের দৃশ্যপট। গ্রামের পর গ্রামের বেশীর ভাগ অংশ বিলীন হয়ে গেছে নদীতে । নদী পাড়রে বাসিন্দারা বাঁধ নির্মাণে কোন জন প্রতিনিধি, মেম্বার, চেয়ারম্যান, এমপি সহ দায়িত্বশীল ও স্থানীয় প্রশাসনের কাউকেই পাচ্ছে না। এমন অবস্থায় ভাঙ্গনকবলিত অসহায় মানুষগুলো নিজেরাই মাটি কেটে বস্তায় ভরে কোলে-পিঠে, ঘাড়ে বাঁধিয়ে ফেলছে ভাঙ্গনপাড়ে । এরই মাঝে ১হাজার বস্তা বালি-মাটি তারা ফেলেছে। ঘুম-খাওয়া- দাওয়া, স্বজন-পরিজন, সাংসারিক কাজ ফেলে ভোর হলেই সবাই ঝুড়ি-কোদাল আর বস্তা নিয়ে নেমে পড়ছে মাঠে। ভ’মিহীন, অসহায় আর সর্বস্ব হারানো শ্রমজীবি মানুষগুলোর এমন উদ্যোগ এক অভাবনীয় মেলবন্ধনে আবদ্ধ করেছে সবাই কে। কিন্তু তারা জানেনা যেখানে কোটি কোটি টাকার স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ অত্যাবশ্যক সেখানে এমন বালি-মাটির বস্তা ফেলে কতদিন ঠেকাতে পারবে তাদের বাড়িঘর! বড়ুরিয়া গ্রামের আবু বক্কর সিদ্দিক জানান, নিজেরা মাটি কেটে বস্তা ভরে ভাঙ্গনের

মুখে ফেলে বাড়ি-ঘর রক্ষার চেষ্টা করছি। কেউ তো আমাদের পাশে নেই !
সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, ঝিনাইদহের শৈলকূপায় গড়াই নদীর অবিরাম ভাঙ্গনে বদলে যাচ্ছে সারুটিয়া,হাকিমপুর ও ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি গ্রাম। গ্রামগুলির মসজিদ-মন্দির, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ফসলীজমি, বাড়ি-ঘর কিছুই আর বাকী থাকছে না। নদীগর্ভে সবকিছু হারিয়ে অনেকেই এখন নিঃস্ব। সেইসাথে হুমকির মধ্যে পড়েছে প্রায় ২০ কিলোমিটারের মত বেঁড়িবাধ।
অব্যহত ভাঙ্গনে চরম ঝুঁকিতে আছে সারুটিয়া ইউনিয়নের বড়ুরিয়া থেকে কৃষ্ণনগর, হাকিমপুর ইউনিয়নের মাদলা, খুলুমবাড়িয়া, ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়নের কাশিনাথপুর, মাজদিয়া,উলুবাড়িয়া, নতুনভুক্ত মালিথিয়া ও লাঙ্গলবাঁধ বাজার।
দীর্ঘদিন যাবৎ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের সংস্কার না হওয়ায় ফাটল ধরে তা নদীগর্ভে বিলিন হয়ে গেছে। ২যুগ ধরে একে একে গড়াই নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়ে বদলে গেছে উপজেলার তিন ইউনিয়নের মানচিত্রের বড় একটি অংশ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বড়ুরিয়া- কৃষ্ণনগর, খুলুমবাড়ি,মাদলা, কাশিনাথপুর ও লাঙ্গলবাঁধ। ভিটেবাড়ি, জমিজমা সহায়-সম্বল হারিয়ে কেউ কেউ আশ্রয় নিয়েছেন পাউবোর প্রধান সেচ খালের ধারে আবার বড়ুরিয়া- কৃষ্ণনগর এলাকার নদীগর্ভে জমা-জমি ও ঘরবাড়ি হারানো অনেক পরিবার নদীর ওপারে কুষ্টিয়া জেলায় জেগে ওঠা চরে জীবনযাপনের জন্য ভূমিহীন হিসাবে আশ্রয় নিয়েছেন।
এ বছর বর্ষার পানি বাড়াতে আবার দেখা দিয়েছে গড়াই নদী ভাঙনের ভয়াল রূপ। নদীগর্ভে ভিটে-মাটি চাষাবাদের জমি ও সহায়-সম্বল হারানো গৃহহীনরা সত্বর বেড়িবাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে নদী ভাঙন রূখতে সরকারের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন।
কৃষ্ণনগরের শামসুল আলম বলেন, গড়াই নদীর তীব্র ভাঙনে আমাদের বাড়ি সহ অনেক বাড়ি ফসলি জমি যে কোন সময় নদীতে বিলিন হতে পারে। খুবই আতংকের মধ্যে থাকতে হচ্ছে। সহায় সম্বল হারানো বড়ুলিয়া গ্রামের আঃ করিম বলেন, নদীগর্ভে সবকিছু হারিয়ে পাউবোর একটি মৃতপ্রায় খালের ধারে আশ্রয় নিয়েছি। তিনি জানান, অনেক পরিবারই এভাবে খালের ধারে আশ্রয় নিয়েছে।
বড়ুরিয়া থেকে লাঙ্গলবাঁধ বাজার পর্যন্ত প্রায় ২০ কিলোমিটার বেড়িবাধ দীর্ঘদিন সংস্কার না করায় এর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে নদীতে মিশে গেছে, যা অতি দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার বলে মনে করেন ভূক্তভোগীরা ।
গড়াই নদীর ভাঙ্গন কবলিত সারুটিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান মামুন জানান, বড় ধরনের বরাদ্ধ হলে স্থায়ী বাঁধই একমাত্র

সমাধান। তাছাড়া নদীর ভাঙ্গন ঠেকানো যাবে না। প্রতিবছর অস্থায়ী কিছু কার্যক্রম চললেও তা সমাধানের পথ না।
এব্যাপারে ঝিনাইদাহ পাউবো নির্বাহী প্রকৌশলী জহুরুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, ভাঙনকবলিত এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কিছু কাজও শুরু করেছি পর্যায়ক্রমে যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।